

শিক্ষাক্রম ২০২২

# বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক  
শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

সহযোগিতামূলক

শিখনকালীন  
মূল্যায়ন

একীভূত



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়ন বিষয়ে  
শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি  
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩

## সূচিপত্র

<b>ভূমিকা</b>	১
ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন	২
খ) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন	২
গ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	৩
ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	৩
<b>পরিশিষ্ট ১</b>	৪
শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)	৪
<b>পরিশিষ্ট ২</b>	৭
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট	৭
<b>পরিশিষ্ট ৩</b>	১৮
শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক	১৮
<b>পরিশিষ্ট ৪</b>	২১
ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট	২১

## ভূমিকা

সুপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলী,

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আপনাকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে নতুন শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন নিয়ে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে। তারপরেও, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মূল্যায়ন বিধায় এই মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আপনারদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে। এই নির্দেশিকা সেসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনার ভূমিকা ও কাজের পরিধি সুস্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

- ১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নে মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান—জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতেই তাকে মূল্যায়ন করা হবে।
- ২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।
- ৩। নস্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।
- ৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

## ২০২৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখনকালীন ও যান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator, PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ শ্রেণির ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের যোগ্যতাসমূহের পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া আছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে)। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরু হই মাস পর একটি ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাসের শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

### ক) শিখনকালীন মূল্যায়ন

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা PI (পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রয়োজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রয়োজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভূজ, বৃত্ত, বা ত্রিভূজ ( □ ○ △ ) ভরাট করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি করে তার সাহায্যে শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।
- ✓ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি) শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ✓ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক (BI) এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়নের পদ্ধতি পরবর্তীতে শিক্ষকদের জানিয়ে দেয়া হবে।

### খ) ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

- ✓ ২০২৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ✓ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

- ✓ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী সকল প্রতিষ্ঠানে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে।

### গ) শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৪ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ ( □ ○ △ ) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ ( △ ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনবারই ত্রিভুজ ( △ ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত ( ○ ) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ ত্রিভুজ ( □ ) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

### ঘ) মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দ্বিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

## পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
১। কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.১	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
২। সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা	৬.২	পরিমার্জন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে
৩। ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৩	ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারণ নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৪। নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	৬.৪	টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।
৫। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।	৬.৫	জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে জরুরী সেবার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরী সেবা গ্রহণ করতে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য বিবেচনায় কোন জরুরী মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিত তা সনাক্ত করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য জরুরী সেবা গ্রহণ

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
					করার দক্ষতা অর্জন করেছে
৬। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	৬.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
৭। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে
৮। তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮	তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে
৯। ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে
১০। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও	৬.১০	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্র্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে ভৌগোলিক	পারিপাশ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ



একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা		সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে	বৈচিত্র্যের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে

## পরিশিষ্ট ২

### শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট

ষষ্ঠ শ্রেণির নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল। শিক্ষক কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। একটা বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরি যে, শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তির বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা মুখস্থ করতে পারছে, শিক্ষক কখনই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা নির্ধারণে করবেন না। বরং যেসব পারদর্শিতার সূচকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক, সেখানে পাঠ্যপুস্তক বা অন্য যেকোনো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে তথ্য নিয়ে কীভাবে সেই তথ্য ব্যবহার করছে তার ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা নির্ভর করবে।

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে; এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। ঐ ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ১ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	ঘর: ১.২: ৪ টি কেইস থেকে শিক্ষার্থী তথ্যের উৎস চিহ্নিত করতে পেরেছে কি না সারণি ১.৩: সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের উৎস চিহ্নিত করতে পেরেছে কি না পৃষ্ঠা ১৪: নিজেদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করার সময় পোস্টারে 'তথ্য ব্যবহারে কি করা উচিত' অংশে 'দায়িত্বশীল আচরণগুলো' উল্লেখ করতে পেরেছে কি না সেশন ৫ ও ৬: সমস্যা সমাধান উপস্থাপনে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছে কি না
	যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে			
	শিক্ষার্থী যে দৈনন্দিন সমস্যাটি সমাধান করার লক্ষ্যে চিহ্নিত করেছে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত তথ্যের উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে	শিক্ষার্থী যে দৈনন্দিন সমস্যাটি সমাধান করার লক্ষ্যে চিহ্নিত করেছে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত তথ্যের উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একের অধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে	শিক্ষার্থী যে দৈনন্দিন সমস্যাটি সমাধান করার লক্ষ্যে চিহ্নিত করেছে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত তথ্যের উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার শিখন পরিবেশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে	
বিশেষ নির্দেশনা :	<p>১। প্রযুক্তি ব্যবহার বলতে ইন্টারনেট ব্যবহার বোঝালেও, কোন শিখন পরিবেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কোন ব্যক্তিকে (মানবিক উৎস) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে একাধিক উৎস বলতে বোঝানো হবে একাধিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ।</p> <p>২। এখানে শিখন পরিবেশ বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ও পরিবার মধ্যে সহজলভ্য উৎস।</p> <p>৩। সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সব সব স্থানীয় বা এলাকা ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে।</p>			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ২ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চলো বানাই উপহার		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৪ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ও কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন যে কোন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত, কার্যকর ও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করেছে।	পৃষ্ঠা ২০ - কেস ১ এবং ২ পৃষ্ঠা ২১ - ঘর - আমরা কেন আমাদের লক্ষ্যদলকে উপহার দিচ্ছি পৃষ্ঠা ২২ - লক্ষ্য দল ও উপহারের ধারণা এবং ফাইনাল প্রজেক্ট (তৈরিকৃত কনটেন্ট)
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	উপহার পাওয়ার ক্ষেত্রে শিখন পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা দলের পছন্দ যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করেছে।	উপহার পাওয়ার ক্ষেত্রে শিখন পরিবেশের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা দলের পছন্দ যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করেছে যা ঐ ব্যক্তি বা দলের চাহিদা পূরন করেছে।	উপহার পাওয়ার ক্ষেত্রে যে কোন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা দলের পছন্দ যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করেছে যা ঐ ব্যক্তি বা দলের চাহিদা পূরন করেছে এবং কনটেন্ট এ শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	<p>১। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির প্রতি জোর দিতে হবে যেমন ছবি অডিও গান- গল্প, ভিডিও অথবা ডিজিটাল ছবি।</p> <p>২। এখানে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপের ভিন্নতা বুঝতে পারা এবং টার্গেট গ্রুপের চাহিদা অনুযায়ী কনটেন্ট এর ভিন্নতা বুঝতে পারাটা মুখ্য বলে বিবেচিত হবে।</p>			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৩	অভিজ্ঞতার শিরোনাম : আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	
			বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	পৃষ্ঠা ৩২ ও ৩৩: শিক্ষার্থী ছবিতে অবস্থিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে পৃষ্ঠা ৩৬: নিজেদের প্রতিবেদন থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পেরেছে পৃষ্ঠা ৩৯: স্বত্বাধিকারির ক্ষতির ধরণ চিহ্নিত করতে পেরেছে এবং ফাইনাল প্রজেক্ট হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করেছে
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	শিক্ষার্থী ট্রেজার হান্ট খেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চিহ্নিত করেছে এবং নিজের প্রতিবেদনে যার যার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে তা উল্লেখ করেছে	শিক্ষার্থী বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের ভিন্নতা (ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ইত্যাদি) অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শ্রেণিকরণ করে সে অনুযায়ী নিজের প্রতিবেদনে যার যার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে তা উল্লেখ করেছে	শিক্ষার্থী ট্রেজার হান্ট খেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চিহ্নিত করেছে এবং নিজের প্রতিবেদনে যার যার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ব্যবহার করেছে তা উল্লেখ করেছে	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	<p>১। এখানে সুন্দর দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা মুখ্য নয়। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে (নিজের নাম ও তৈরির তারিখ উল্লেখ করে) এবং অন্যের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার (দেওয়াল পত্রিকায় যাদের লিখা/ছবি ব্যবহার করেছে তাদের নাম উল্লেখ) করাটা মুখ্য।</p> <p>২। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।</p>			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৪ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৭ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে	পৃষ্ঠা ৪৩ - ঘর পৃষ্ঠা ৪৪ - ঘর তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্ম, ব্যক্তিগত তথ্যের তালিকা পৃষ্ঠা ৪৬-তথ্য সংগ্রহ পৃষ্ঠা ৫০- এর ছক পৃষ্ঠা ৫১ -এর ছক পৃষ্ঠা ৫৫-এর ছক পৃষ্ঠা ৫৭এর ছক
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	শিক্ষার্থীর ডিজিটাল মাধ্যমে কোন ধরনের তথ্য আদান প্রদান ঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। চিহ্নিত তথ্যগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য কী উদ্যোগ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বা তার আশেপাশের কোন কোন তথ্য আদান প্রদান ঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। চিহ্নিত তথ্যগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম বা প্রযুক্তি ব্যবহার কী উদ্যোগ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী কোন তথ্য আদান প্রদান ভবিষ্যত ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে তা চিহ্নিত করে তা রক্ষা করতে কি আইনি সুবিধা আছে তা বিবাচনায় নিয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছে	অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সচেতনতামূলক মানববন্ধনের জন্য প্ল্যাকার্ড তৈরি
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	এখানে শিক্ষার্থী কোন তথ্য আদান প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ তা বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারা গুরুত্বপূর্ণ			
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৮। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	পৃষ্ঠা ৫০ এর ছক পৃষ্ঠা ৫১ এর ছক

ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে				
	<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>			
	শিক্ষার্থীর নিজের কোন কোন তথ্য ব্যক্তিগত তা চিহ্নিত করে এর গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কি ঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। চিহ্নিত ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য কী উদ্যোগ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থীর নিজের কোন কোন তথ্য ব্যক্তিগত তা চিহ্নিত করে এর গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কি ঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। চিহ্নিত ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম বা প্রযুক্তি ব্যবহার কী উদ্যোগ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার পরিবারের কোন কোন তথ্য ব্যক্তিগত তা চিহ্নিত করে এর গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কি ঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে। চিহ্নিত ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য কি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনায় নিয়ে, ডিজিটাল মাধ্যম বা প্রযুক্তি ব্যবহার কী উদ্যোগ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পেরেছে।	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	এখানে শিক্ষার্থী তার পরিবারের ব্যক্তিগত তথ্য ঝুঁকিমুক্ত রাখতে কি উদ্যোগ নিয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী নিজের এবং পরিবারের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী তাদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৫		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : বন্ধুর সাথে ভ্রমণ পরিকল্পনা				
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.২ পরিমার্জন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে	পৃষ্ঠা ৬৬: রান্নার ধাপগুলো সরল প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করতে পেরেছে। পৃষ্ঠা ৬৮: ধাপ অনুসরণ করে গাড়ি তৈরি করতে পেরেছে।
	<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>			
	শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয়ে আসার ধাপগুলো যথাযথ চিহ্নব্যবহার করে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি গাড়ি বানানোর ধাপ প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং সে প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে একটি গাড়ি তৈরি করেছে।	শিক্ষার্থী ধাঁধা সমাধানের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি ও পরিমার্জন (একটি বাহন বন্ধ থাকলে বিকল্প পরিকল্পনা, পাঁচটি ব্যাগ উঠাতে হবে) ধাপ যোগ করে একটি প্রবাহচিত্র একেছে। এবং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সে দৈনন্দিন যে কোন কাজের প্রবাহচিত্র আঁকতে পেরেছে।	পৃষ্ঠা ৭৮: ধাঁধা অনুযায়ী পরিমার্জন ধাপ অনুসরণ করে প্রবাহচিত্র আঁকতে পেরেছে।
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	শিক্ষার্থী যে কোন কাজকে ধাপে ভাগ করে প্রকাশ করা, প্রবাহচিত্রের নির্দিষ্ট চিহ্ন উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করা, পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জনকে প্রবাহ চিত্রে প্রকাশ করতে পারলে এই যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জন হয়েছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।			



শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৬		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : শিখনের জন্য নেটওয়ার্কিং				
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৩ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারণ নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে।	পৃষ্ঠা ৯৬ - নেটওয়ার্কের উপাদানগুলো ফ্লোচার্টে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পেরেছে পৃষ্ঠা ৯৯ - মানচিত্রে নেটওয়ার্কের উপাদানগুলো কাজ এবং আইকন অনুযায়ী চিহ্নিত করতে পেরেছে
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপাদানকে সাধারণ সাধারণ জীবনের বিভিন্ন উপাদানের (সেভার, রিসিভার, রাউটার, সার্ভার) সাথে সম্পর্কিত করে এগুলোর কাজ বর্ণনা করতে পেরেছে।	নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপাদানের কাজের প্রক্রিয়া ফ্লোচার্টের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পেরেছে	শিখন নেটওয়ার্ক তৈরি করত এগিয়ে এর বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করেছে (খুশি আপা সেভার, শিক্ষার্থীর অভিভাবক বা শিক্ষার্থী নিজে রিসিভার ইত্যাদি)	পৃষ্ঠা ১০১ - ডিজিটাল ও ননডিজিটাল নেটওয়ার্কের মিল ও অমিল পৃষ্ঠা ১০৫ - বিদ্যালয়ের শিখন নেটওয়ার্ক তৈরি
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	নেটওয়ার্কের উপাদান ও কাজগুলো বর্ণনা করতে পেরেছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পেরেছে কি তা যাচাই করা যেতে পারে।			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৭ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : চলো সাজাই জরুরি সেবা তথ্য কেন্দ্র		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৫ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।	শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে জরুরী সেবার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করতে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য বিবেচনায় কোন জরুরী মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিত তা সনাক্ত করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করার দক্ষতা অর্জন করেছে	পৃষ্ঠা ১০৪: ডায়াগ্রাম (বোর্ডে), জরুরি সেবা পৃষ্ঠা ১০৯: ছক, জরুরি সেবা গ্রাম/শহর পৃষ্ঠা ১১৩: ছক, জরুরি সেবা গুরুত্বপূর্ণ নম্বরের পৃষ্ঠা ১১৪: ছক, জরুরি সেবা ব্যক্তিগত বিষয়ে পৃষ্ঠা ১১৭: এর ছক, যোগাযোগ কথোপকথন পৃষ্ঠা ১২১: এর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ পোস্টার ডিজাইন জরুরি সেবা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন
	<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>			
	নিজের পরিবার, প্রতিবেশি ও বিদ্যালয়ে কী কী জরুরি পরিস্থিত তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে।	নিজের পরিবার, প্রতিবেশি। বিদ্যালয় এবং এলাকায় কী কী জরুরি পরিস্থিত তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করে এক একটি দল এক রকম সেবার কথপকোথন প্রকাশ করতে পেরেছে	নিজের পরিবার, প্রতিবেশি ও বিদ্যালয়ে কী কী জরুরি পরিস্থিত তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করতে পেরেছে।	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	<p>১। শিক্ষার্থী যেন তার আশেপাশে পরিবেশ থেকে প্রেক্ষাপট নির্বেচন করে তা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।</p> <p>২। যে সেশনে শিক্ষার্থী তার অনুশীলনী বই এ যে ছক, ঘর ইত্যাদি পূরণ করার কথা সেদিন ই পূরণ করেছে কিনা শিক্ষক যাচাই করবেন এবং শিক্ষার্থীর বই এ সাক্ষর দিবেন।</p> <p>৩। যে কাজ গুলো দলীয় সে কাজগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন দলের প্রত্যটি সদস্য তাদের কাজের উদ্দেশ্য জানে এবং অংশগ্রহণ করছে।</p>			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৮ অভিজ্ঞতার শিরোনাম : সুপ্ত মনে মুক্ত আলোচনা		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.৯ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	পৃষ্ঠা ১২৬: বাড়ির কাজের ছকে বিভিন্ন ধরণের আচরণ চিহ্নিত করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে সারণি ৮.৪: সাধারণ যোগাযোগের রীতিনীতি ও ডিজিটাল যোগাযোগের রীতিনীতি চিহ্নিত করতে পেরেছে। ছক ৮.৩: মুক্ত আলোচনা আয়োজনের পর শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে করবে।
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	শিক্ষার্থী যোগাযোগের সাধারণ নিয়ম ডিজিটাল যোগাযোগের সাথে সম্পর্কিত করতে পারবে	শিক্ষার্থী বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারবে।	শিক্ষার্থী ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে পারবে এবং নিজের যোগাযোগের ক্রটি চিহ্নিত করতে পারবে	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	১। শিক্ষার্থী মুক্ত আলোচনা আয়োজনের পর ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রতিফলনমূলক রিপোর্ট লিখবে সেখানে যেন নিজের যোগাযোগের ভালো দিক এবং মন্দ দিক চিহ্নিত করে সে বিষয়ে শিক্ষক জোর দিবেন।			

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক				
অভিজ্ঞতা নং : ৯		শ্রেণি : ৬ষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি
অভিজ্ঞতার শিরোনাম : স্থানীয় বৈচিত্রপত্র				
পারদর্শিতার সূচক (PI)	পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন
	□	○	△	
৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্র্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	সারণি ৯.১: চিত্রের কেইস স্টাডি গুলো থেকে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পেরেছে ঘর ৯.১: নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে সারণি ৯.২: মতামতকে প্রকৃত সত্য বা ফ্যান্ট এ রূপান্তর করতে পেরেছে পঞ্চম সেশনঃ বিভিন্ন দলের উপস্থাপনা থেকে ডায়রিতে বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করতে পেরেছে।
<b>যে পারদর্শিতা দেখে মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে</b>				
	শিক্ষার্থী নিজের এবং বন্ধুর মতামতের বা পছন্দের পার্থক্যকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে। অর্থাৎ মতামতের ভিন্নতাকে গুরুত্ব দিতে পেরেছে	শিক্ষার্থী ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করে নিরপেক্ষ ভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী বৈচিত্র্য মেলায় তার নিরপেক্ষ মতামতকে ফ্যান্ট এর মাধ্যমে তুলে ধরতে পেরেছে।	
<b>বিশেষ নির্দেশনা :</b>	১। শিক্ষার্থীর নিরপেক্ষ মতামত প্রদানের যোগ্যতাকে মূল্যায়নে বিবেচনা করা যেতে পারে।			

## পরিশিষ্ট ৩

### শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ প্রতি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফাঁকা ছক পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শিক্ষকগণ এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে নেবেন।

উদাহরণ:

‘সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়’ শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সুবিধার্থে একটি পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে, সেটি হলো ৬.১ (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)। শিক্ষক উক্ত শিখন অভিজ্ঞতার উপশিটের সাথে পরের পৃষ্ঠায় দেয়া ছকটি পূরণ করে ব্যবহার করবেন। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা কীভাবে রেকর্ড করবেন তা দেখানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :						তারিখ:	
অভিজ্ঞতা নং : ১	শ্রেণি :	৬ষ্ঠ	বিষয় :	ডিজিটাল প্রযুক্তি	শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর		
শিখন অভিজ্ঞতার শিরোনাম :	সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়				মোঃ আকরাম হোসেন		
		প্রযোজ্য অভিজ্ঞতা এবং PI নং					
রোল নং	নাম	৬.১					
০১	মোহনা চৌধুরী	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০২	রাসেল আহমেদ	□●△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৩	অমিত কুণ্ডু	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৪	নিলুফার ইয়াসমিন	■○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৫	শিউলি সরকার	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
০৬	পার্থ রোজারিও	□○▲	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△





## পরিশিষ্ট ৪

ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট



প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: .....	শ্রেণি: ষষ্ঠ	বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি	শিক্ষকের নাম :

### পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সূচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
	□	○	△
৬.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
৬.২ পরিমার্জন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে
৬.৩ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারণ নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৬.৪ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।
৬.৫ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত)	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন

জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।	বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।
	□	○	△
৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
	□	○	△
৬.৭ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে
	□	○	△
৬.৮ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কী রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে
	□	○	△
৬.৯ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে
	□	○	△

<p>৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে</p>	<p>শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্র্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে</p>	<p>পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে</p>	<p>তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে</p>
---	--	---	---



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ